দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 JAN 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

৩২

৭

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে কী হচ্ছে?

আগামীকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের (আই,ই,বি) প্রকৌশলীদের তলবী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। স্বৈরাচার বিরোধী সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের সহিত অসহযোগিতা এবং স্বৈরাচারের সহযোগী ভূমিকার কারণে আই,ই,বি-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত পদত্যাগের দাবী লইয়া উক্ত সভায় আলোচনা হইবে।

উল্লেখ্য যে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং এরশাদ সরকারের সহিত সহযোগিতার কারণে বিগত ৮ই ডিসেম্বর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রঐক্য জোট আই,ই,বি-এর সভাপতি ডঃ আনোয়ার হোসেন ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক রুহুল মতিনের পদত্যাগের দাবীতে আই,ই,বিস্থিত তাহাদের অফিসকে তালাবদ্ধ করিয়া দেন। তাহা ছাড়াও স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আই,ই,বি'র সদস্য এবং অসদস্য প্রকৌশলিগণও আই,ই,বি'র নেতৃবৃন্দের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং তাহাদের পদত্যাগ দাবী করেন। উল্লেখ্য যে, আই,ই,বি,-এর বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এরশাদ সরকারের সহিত সহযোগিতার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরিয়া উত্থাপিত হইয়াছে।

আই,ই,বি'র নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের সমর্থক কতিপয় প্রকৌশলী পদত্যাগের দাবী পরিত্যাগ করিবার জন্য বুয়েট ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং স্বৈরাচারবিরোধী প্রকৌশলিগণের

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ওপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করেন। ইহাতে ফল না হইলে অবশেষে বিগত ২২শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় আই,ই,বি-এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কাউন্সিলকে অবজ্ঞা, সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণ, ব্যাক ডেটে মিথ্যা পত্র দেয়া এবং প্রকৌশলীদের মধ্যে বিভ্রান্তি, সৃষ্টি করিয়া ক্ষমতা ধরিয়া, রাখার অভিযোগও উত্থাপিত হয়। সভায় আই,ই,বি-এর নেতৃবৃন্দের ভূমিকা এবং ছাত্র ঐক্য বুয়েট শাখা কর্তৃক তাহাদের দাবীর ওপর তদন্ত করিবার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব সিরাজুল ইসলাম ১৯৮৬ সালে প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং কৃষিবিদদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য এরশাদ সরকার কর্তৃক চাকুরীচ্যুত হইয়াছিলেন।

উক্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের স্থগিত সভায় ২৪শে ডিসেম্বর উপস্থাপন করা হয়। রিপোর্টে তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেন যে, "আলোচ্য সময়ে আই,ই,বি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রকৌশলীসমাজকে অবৈধ সরকারের সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে"। তদন্ত কমিটির মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় কাউন্সিল সদস্য আই,ই,বি-এর ভাবমূর্তি।

উন্নয়নে এবং উহা সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কর্মকর্তাদের, বিশেষ করিয়া সভাপতি ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের দাবী করেন। তাহারা মনে করেন সভাপতি ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করিলেই বর্তমান সংকটের নিরসন হইতে পারে এবং আই,ই,বি স্বৈরশাসনের অবসান-পরবর্তী জাতীয় স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারে। কোন কোন সদস্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ কাউন্সিলের পদত্যাগের সপক্ষেও বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সভাপতি ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করিতে রাজি হন নাই। ইহার প্রতিবাদে দুইজন প্রাক্তন সম্মানী সাধারণ সম্পাদকসহ চারিজন কাউন্সিল সদস্য কাউন্সিল হইতে পদত্যাগ করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, কেবলমাত্র সভাপতি ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করিলে যেক্ষেত্রে বর্তমান সংকট নিরসন হইতে পারে এবং ইহাতে আই,ই,বি-এর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সাহায্য হইবে, সেক্ষেত্রে সাধারণ সভার পরিস্থিতি ঘোলাটে না করিয়া তাহারা তাহা করিতেছেন না কিসের আশায়? এই পটভূমিতেই আগামীকাল আই,ই,বি-এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে।

উল্লেখ্য যে, বুয়েট শাখা ছাত্র ঐক্যের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের ব্যাপারে আই,ই,বি-এর সাধারণ সভা আহ্বান করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষের তালা খুলিয়া দেয়া হয়।

নোট ঃ কাউন্সিল হইতে পদত্যাগকারিগণেরতালিকাঃ

১। মোঃ আবুল কাসেম, প্রাক্তন সম্মানী সাধারণ সম্পাদক। ১৫ দলের সভায় উপস্থিত থাকার দায়ে ১৯৮৫ সালে অভিযুক্ত হন এবং ১৯৮৬ সালে তিন পেশার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে এম,এল,আর-৯ ধারায় চাকুরীচ্যুত হইয়াছিলেন।

২। ডঃ মিজানুল হক, প্রাক্তন সম্মানী সাধারণ সম্পাদক।

৩। জনাব ফরহাদ হোসেন খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ পরিদপ্তর।

৪। জনাব খিজির খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

জনৈক প্রকৌশলী,
ঢাকা।

...TICS

SHEET —— OF —— SHEETS